আকস্মিক বন্যায় মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী ভাইদের করণীয়:

স্বাভাবীক পানি প্রবাহ হঠাৎ করে বা আকস্মিকভাবে কোনো এলাকারয় আঘাত করলে প্রাকৃতিক ও ভৌত-অবকাঠামোসহ মৎস্য সম্পদের ব্যপাক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

আকস্মিক বন্যার পুর্বে করনীয়:

- পুকুর বা জলাশয়ের চারদিক বাঁশের বানা বা ঘন জাল দিয়ে ঘিরে দিন।
- এপ্রিল- অক্টোবর (চৈত্র-আশ্বিন) মাসে আকস্মিকবন্যার আগাম সতর্কতা পেতে সজাগ থাকুন। টিভি/ রেডিওতে নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শুনে বা ১০৯০ নম্বরে ফ্রি ফোন করে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা জানুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- পুকুরের/ জলাশয়ের অপেক্ষাকৃত বড় মাছগুলি বিক্রি করার ব্যবস্থা নিন।
- বন্যা কবলিত হতে পারে এমন পুকুরের প্রজননক্ষম মাছ ও ছোট মাছগুলিকে সতর্কতার সাথে পুকুরে নেটের তৈরী হাপা বা খাঁচা স্থাপন করে তাতে সংরক্ষণ করুন বা বন্যা-ঝুঁকিমুক্ত জলাশয়ে স্থানান্তর করুন।
- পাড়ে বেড়া দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জাল, মাছের খাবার, চুন, অক্সিজেন ও অন্যান্য অনুমোদিত মেডিসিন, প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুদ করে রাখুন।
- মৎস্যজীবীগণ মাছ ধরার উপকরন (জাল ,নৌকা ইত্যাদি)নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- নিকটস্থ মৎস্য অফিস ও অন্যান্য সেবা দানকারী সংস্থার সাতে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।

আকস্মিক বন্যাকালীন করনীয়:

- পুকুর বা জলাশয়ের সুবিধাজনক স্থানে একাধিক জায়গায় ডাল -পালার ঝোপঝাড় দিয়ে মাছের আশ্রয়স্থল বা কাঠা বানিযে নিন যাতে মাছ সেখানে আশ্রয নিতে পারে।
- মাছকে নিয়মিত দুইবেলা (সকাল সূর্য উঠার দুই ঘন্টা পর এবং বিকার ৩-৪ টার দিকে) খাদ্য দিতে হবে । দ্রুত আকৃষ্ট হয় এমন খাদ্য/খাদ্য উপকরণ (খৈল,চিটাগুড়া কেঁচো ইত্যাদি)জলাশয়ে নিদিষ্ট দুই বা ততোধিক স্থানে দিতে হবে।
- একই এলাকার বন্যার পানিতে ডুবে জাওয়া জলাশয়ের মালিকগণ সমাজ ভিত্তিক বা যৌথভাবে জার বা বানা দিয়ে ঘেরাও দিয়ে মাছ চাষ ওরক্ষা করার উদ্যোগ নিতে পারেন।
- বন্যা কবলিত পুকুরের মাছ খাডিব খাচ্ছে এমন লক্ষন দেখা দিলে এয়ারেটর স্থাপন/পাতিল দিয়ে পানিকে আন্দোলিত করে বা অক্সিজেন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বন্যা চলাকালীন সময় জলাশয়ে প্রবল স্রোতের মধ্যে মৎস্যজীবীগণ মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন এবং নিজেদের জান-মাল রক্ষায় সচেষ্ট থাকুন। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরামর্শ সেবার জন্য অফিস চলাকালীন সময়ে ১৬১২৬ হট লাইন নম্বরে ফোন করুন।

আকস্মিক বন্যা পরবর্তীকালে করনীয়:

- পুকুর বা জলাশয়ের পাড় ভেঙ্গে গেলে দ্রুত মেরামত করুন বা ভাংগা অংশে জাল/বানা দিয়ে ঘিরে ফেলুন।
- বন্যার পানির সাথে বাহির থেকে ভেসে আসা অনাকাঙ্খিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করলে তা ধরে রাখুন।
- বন্যার পানি নেমে গেলে মৎস্য অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী পুকুরে পরিমাণমত চুন এবং লবণ প্রয়োগ করুন।
- বন্যার পানি নেমে গেলে নতুন করে মাছ চাষ শুরু করার পূর্বে মৎস্য অফিসের পরামর্শ গ্রহণ করুন।
- পানিতে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হলে অর্থাৎ পানি সবুজাভ হলে ভাল জাতের বড় আকারের চাপের পোনা নির্দিষ্ট মজুদ ঘনত্ব অনুসারে মজুদ করুন।
- জাল টেনে মাছের পরিমান নির্ধারণ করে নিয়মিত ও পরিমত সুষম মৎস্য খাদ্য প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের পানির গুনুগুন ও মাছের স্বাস্থ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষন করুন ।
- মাছ বড় হলে আংশিক আহরণ করে মজুদ ঘনত্ব ও পুকুরের ধারন ক্ষমতা ঠিক করুন।
- বন্যাকবলিত এরাকায় পানি ৩-৪ মাস স্থাযি হওয়ার সম্ভবনা থাকলে পেন ও খাঁচায় মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।
- মৎস্যজীবীগণ বন্যার পানি নেমে গেলে প্রয়োজনে জাল ও নৌকা মেরামত করুন।
- বন্যাকবলিত পুকুরে মাছের রোগ-বালাই বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় মৎস্য অফিস ও অন্যান্য সেবা দানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখুন।